প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর জন্য সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশিকা

বিকাশ

প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর জন্য সহায়ক উপকরণ

BEKAS

Basic Education Kit to Access in School

CDD Centre for Disability in Development

Bringing hope, dignity and meaning to life

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)

This box is supplied to "Promoting Rights and Access to Inclusive Education for Children with Disabilities in Rajshahi Division" project.

DFID Department for International Development

Leonard Cheshire Disability

বিকাশ বক্স ও ব্যবহার নির্দেশিকা তৈরির ধারণা:
মাসুদুল আবেদীন খান

নির্দেশিকা উন্নয়ন ও লিখা:
লেফটেন্যান্ট (অবঃ) এম. আজিজুর রহমান
ইফ্‌ফাত আরা
ইফ্‌ফাত শারমীন শাম্মী
আমজাদ হোসেন

ডিজাইন:
মোঃ শারাফাত আলী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:
দেব দুলাল সাহা

প্রকাশকাল:
আগষ্ট ২০১১

প্রকাশক:
এ.এইচ.এম.নোমান খান, নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলমেন্ট (সিডিডি)
এ-১৮/৬, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০, বাংলাদেশ।
ফোন: ০১৭১৩০২১৬৯৫, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৭৭৪১০৩১
ইমেইল: cdd@bangla.net, ওয়েবসাইট: www.cdd.org.bd

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	১
লক্ষ্য	১
উদ্দেশ্য	২
সহায়ক উপকরণ বাক্সের উপকরণ তালিকা	২
উপকরণের অবস্থান	৩
সহায়ক উপকরণ বাক্সের উপকরণ ব্যবহারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের অর্জন উপযোগী দক্ষতা ও ব্যবহারবিধি:	৩
বর্ণমালার ব্লক	৫
ছড়ার বই	৭
গল্পের বই	৯
ব্রেইল বর্ণমালা চার্ট	১১
ব্রেইল লেটার কিউব	১৩
এ্যাবাকাস	১৫
জিওম্যাট্রি সেট	১৭
টেইলর ফ্রেম ও ডাইস	১৯
ব্রেইল স্লেট ও স্টাইলাস	২১
রিডিং স্ট্যান্ড	২৩
হ্যান্ড হেল্ড ম্যাগনিফায়ার	২৫
রিডিং গাইড বা টাইপোস্কোপ	২৭
রাইটিং গাইড	২৯
ইশারা ভাষার বর্ণমালার চার্ট	৩১
ইশারা ভাষার পকেট বই	৩৩
শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারের সহায়ক বই	৩৫
পিনবল (থেরাপির খেলনা)	৩৭
খেলনা গাড়ি	৩৯
পুতুল	৪১
ঝুনঝুনি	৪৩
বাঁশি	৪৫
বিভিন্ন ফলের মডেল	৪৭
বিভিন্ন আকৃতির নব পাজল	৪৯
ভেলকো স্ট্যান্ড	৫১
রাউন্ড স্টিক	৫৩
পিকচার পাজল বোর্ড (জাতীয় প্রতিকসমূহ)	৫৫

ভূমিকা :

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। আধুনিক শ্রেণী ব্যবস্থাপনায় পাঠদান ও পাঠগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখতে, পাঠদানে বৈচিত্র্য আনতে, নির্ধারিত পাঠ সহজেই বোধগম্য ও আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের বিকল্প নেই।

শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্যে অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিবন্ধিতাজনিত সমস্যা সীমিতকরনের মাধ্যমে তাদেরও শিক্ষার চাহিদা নিশ্চিত করা সম্ভব। এজন্যে প্রয়োজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধিতার ধরন এবং মাত্রা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো শিক্ষকের আন্তরিকতা।

প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রতিবন্ধিতাবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নীত করার সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল আদর্শ সহায়ক উপকরণের বিষয়ে দুর্বল ধারণা এবং উপকরণের দুস্প্রাপ্যতা। সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) তার দীর্ঘদিনের ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর ব্যবহার উপযোগী শিক্ষা উপকরণের কথা চিন্তা করে এই একীভূত শিক্ষাবিষয়ক বাক্সটি নকশাও তৈরি করেছে। যা ইতোমধ্যে একীভূত শিক্ষাব্যবস্থার একটি কার্যকরী অনুসঙ্গ হিসেবে শিক্ষক, থেরাপি সেবাসহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বাক্সে ২৯টি সহায়ক উপকরণ দেয়া হয়েছে, যার অধিকাংশই স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপাদানে তৈরি। ফলে উপকরণগুলো অনুসরণ করে শিক্ষকগণ পরবর্তীতে প্রয়োজনে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করতে পারবে। অত্যন্ত সরল যান্ত্রিক গঠন, আকর্ষণীয় রং-বৈচিত্র্যের দীর্ঘস্থায়ী এ সকল উপকরণের বহুল ব্যবহার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সৃজনশীলতা প্রকাশ এবং শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণে উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটবে, ভাবের আদান-প্রদান সহজ হবে, মুক্ত বুদ্ধির চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবেই একটি কার্যকর এবং একীভূত শিক্ষাবান্ধব শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে। ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে ও ঝরে পড়ার হারও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাবে।

অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে সহায়তা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদার ক্ষেত্রটিতে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য থেকেই এই শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বাক্সটির (বাক্সের উপকরণসমূহ থেকে কীভাবে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার উপযোগিতা গ্রহণ করা সম্ভব তার একটি সরল দিক নির্দেশনা প্রদান) হচ্ছে এই নির্দেশিকাটির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটি সফল হোক, প্রতিবন্ধী, অ-প্রতিবন্ধী সকল শিশু শিক্ষার আলোতে আসুক একই সাথে।

লক্ষ্য

প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর জন্য সহায়ক উপকরণ বাক্সের উপকরণসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে সকল শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য :

- শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তীয়, ভাষা, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ সাধন;
- প্রতিটি শিশুর জন্য শিখন বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- প্রতিটি শিশুর শিক্ষার মূলস্রোতধারায় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ;
- প্রতিটি শিশুর যথাযথ শিখন চাহিদা পূরণে শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যথাযথ দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতকরণ;
- শ্রেণীকক্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পাঠদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকদের সহায়িকার মাধ্যমে
- নির্দেশনা প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়ন।

সহায়ক উপকরণ বাক্সের উপকরণ তালিকা :

১. ইশারা ভাষার পকেট বই
২. শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারের সহায়ক বই
৩. ইশারা ভাষার বর্ণমালার চার্ট (বাংলা ও ইংরেজী)
৪. ব্রেইল বর্ণমালা চার্ট
৫. বর্ণমালার ব্লক
৬. ছড়ার বই
৭. গল্পের বই
৮. পিনবল (থেরাপির খেলনা)
৯. খেলনা গাড়ি
১০. পুতুল
১১. ঝুনঝুনি
১২. বাঁশি
১৩. বিভিন্ন ফলের মডেল
১৪. বিভিন্ন আকৃতির পাজল (নব)
১৫. ভেলক্রো স্ট্যান্ড
১৬. রাউন্ড ষ্টিক
১৭. পিকচার (জাতীয়) পাজল বোর্ড
১৮. ব্রেইল লেটার কিউব
১৯. এ্যাবাকাস
২০. জিওম্যাট্রি সেট
২১. টেইলর ফ্রেম ও ডাইস
২২. ব্রেইল স্লেট ও স্টাইলাস

২৩. রিডিং ষ্ট্যান্ড
২৪. হ্যান্ড হেল ম্যাগনিফায়ার
২৫. রিডিং গাইড বা টাইপোস্কোপ
২৬. রাইটিং গাইড

উপকরণের অবস্থান:

বাক্সের যে স্থানে যে উপকরণ থাকবে তা ছবির মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলো-

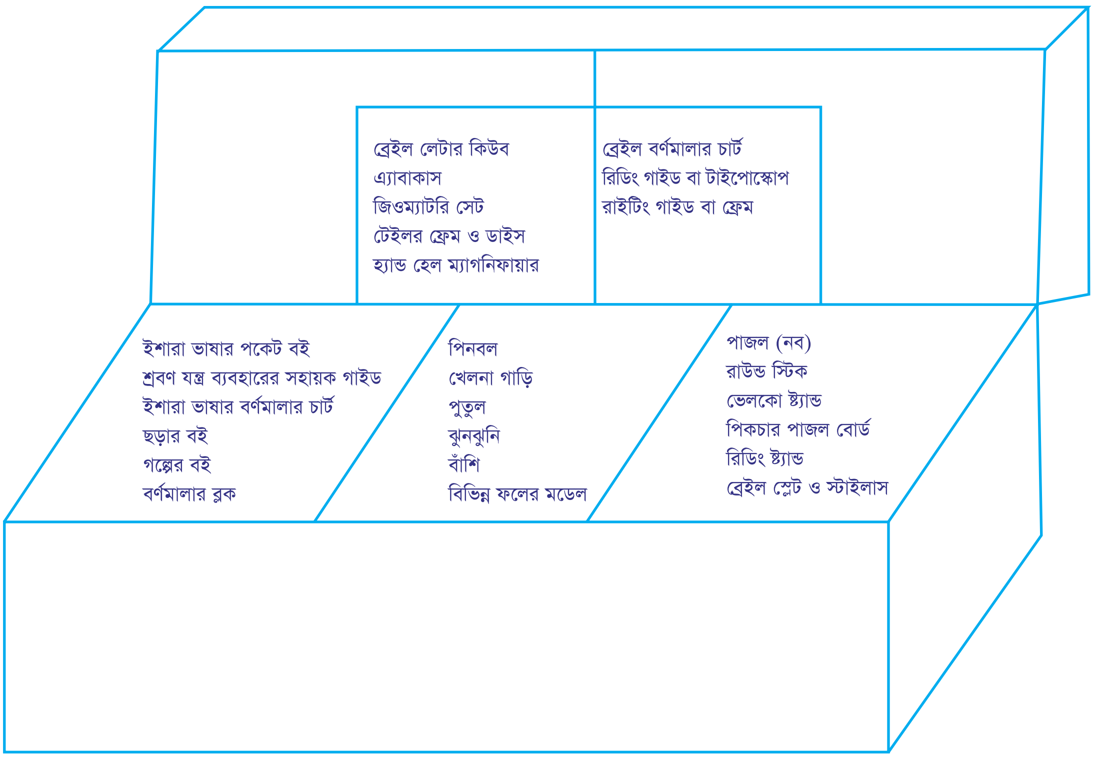

সহায়ক উপকরণ বাক্সের উপকরণ ব্যবহারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের অর্জন উপযোগী দক্ষতা ও ব্যবহারবিধি:

প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর জন্য সহায়ক উপকরণ বাক্সে বিভিন্ন উপকরণ, ব্যবহারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের অর্জন উপযোগী দক্ষতা ও ব্যবহারবিধি পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে প্রদান করা হলো-

আদর্শ বর্ণমালা পরিচয়
স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ

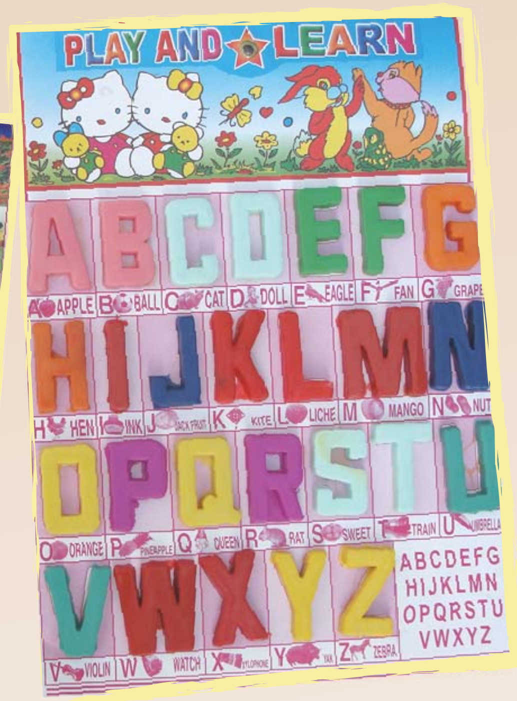
PLAY AND LEARN
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ

উপকরণের নাম: বর্ণমালার ব্লক

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- হাত ও চোখের সমন্বয়;
- সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশীর সমন্বয়;
- সৃজনশীলতা বাড়বে;
- বিভিন্ন বস্তুর অবকাঠামো সম্পর্কে ধারণা পাবে;
- মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়তা করবে;
- চিন্তা শক্তির বিকাশ সাধন;
- নির্দেশনা অনুসরণ ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- বর্ণমালাগুলো চিনতে পারবে;
- বর্ণমালা গুলো ধারাবাহিকভাবে ও নির্দেশনা অনুসরন করে সাজাতে পারবে;
- শব্দ গঠন করতে পারবে;
- বিভিন্ন আকৃতি বানাতে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

বর্ণমালার ব্লকের ব্যবহার করে ১ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে খুব সহজেই বাংলা স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ইংরেজী বর্ণ, বাংলা সংখ্যা ও ইংরেজী সংখ্যা চিনাতে ও শিখাতে পারেন । দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বর্ণমালার ব্লক হাত দিয়ে স্পর্শ করার মাধ্যমে বর্ণমালার গঠন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে । ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রঙের অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির বর্ণমালাগুলো সহজেই দেখতে এবং শিখতে পারবে । বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে বর্ণমালা শিখতে ও পড়তে পারবে । বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা খেলার মাধ্যমে বর্ণমালা শিখতে পারবে । সাধারণ শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে বর্ণমালা পড়বে ও শিখবে । বর্ণমালার ব্লক ব্যবহার করে সকল শিক্ষার্থীরা নিজের নাম, বিভিন্ন ব্যক্তির নাম, পশু-পাখি, ফল, ফুল, মাছ প্রভৃতির বিভিন্ন শব্দ গঠন করতে পারবে ।

সুকুমার রায়ের নির্বাচিত ছড়া
রামগরুড়ের ছানা
হাসি নিষেধ
সুকুমার রায়ের নির্বাচিত ছড়া
আবোল তাবোল

উপকরণের নামঃ ছড়ার বই

ব্যবহারের লক্ষ্যঃ বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ

ব্যবহারের উদ্দেশ্যঃ

- নতুন নতুন শব্দ শিখবে;
- ছন্দ, তাল সম্পর্কে জানবে;
- শব্দার্থ সম্পর্কে জানবে;
- উচ্চারণের দক্ষতা বাড়বে;
- আবৃত্তি ও উপস্থাপনের দক্ষতা বাড়বে;
- অনুকরণ শিখবে;
- নিয়মকানুন সম্পর্কে জানবে;
- নির্দেশনা অনুসরণ করবে;
- যুক্তির বিকাশ সাধন;
- আনন্দ উপভোগ করবে;
- মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

অর্জন উপযোগী দক্ষতাঃ

- না দেখে ছন্দ, তাল ঠিক রেখে কোন ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে;
- কোন ছড়ার মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে পারবে ও তা নিজের মত করে বলতে পারবে;
- ছড়ার কথার সাথে মিল রেখে সঠিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া উপস্থাপন করতে পারবে।

ব্যবহারবিধিঃ

ছড়ার বইয়ের ছড়াগুলো অত্যন্ত মজার। সহপাঠক্রমিক ক্লাসে শিক্ষক সপ্তাহে অন্তত একদিন ছড়ার বইটি উপস্থাপন করতে পারেন। শ্রেণীর সাথে উপযুক্ত ছড়াটি বাছাই করে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ছন্দ ও তালের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে ছড়াটি ক্লাসে পাঠ করে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও তার সাথে সাথে পাঠ করাবেন এবং নতুন শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। পুরো ছড়াটির মূল বক্তব্য শুরুতেই ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। এতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থী যেমন মজা পাবে তেমনি ছড়া আবৃত্তি করবে এবং নতুন নতুন শব্দ জানবে।

বাঘের গলায় হাড় ঢুকেছে
সিংহকে বাঁচাল ইঁদুর ছানা
রাজা হল নীল শেয়াল
কুমির ও শেয়ালের চাষবাস
বকের বন্ধু শেয়াল
বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?
বাঘ গেল পিঠা খেতে
কাকের নতুন সাজ
পুষির লাল বল
শেয়ালের স্কুল

উপকরণের নাম: গল্পের বই

ব্যবহারের লক্ষ্য: বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- চিন্তার বিকাশ;
- কল্পনাশক্তির বিকাশ;
- গঠনমূলক মনোভাবের বিকাশ;
- যুক্তির বিকাশ সাধন;
- কথা বলার দক্ষতা বাড়বে;
- সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিকীকরণ;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ধারণা;
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা;
- পারিবারিক সম্পর্ক অনুধাবন;
- বই পড়ার আগ্রহ বাড়বে;
- আনন্দ উপভোগ করবে;
- মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- কোন ছবি দেখে তার ঘটনা বর্ননা করতে পারবে;
- বইয়ে পড়া কোন গল্প না দেখে কল্পনা করে নিজের মতো করে বলতে পারবে;
- কোন গল্পের মূল বক্তব্য নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারবে ও তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

ব্যবহারবিধি:

কথামালা সিরিজের ১০টি গল্পের বইয়ের গল্পসমূহও অত্যন্ত মজার। সহপাঠ্যক্রমিক ক্লাসে শিক্ষক সপ্তাহে অন্তত একদিন গল্পের বইটি উপস্থাপন করতে পারেন। শ্রেণীর সাথে উপযুক্ত গল্পটি বাছাই করে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে গল্পটি উপস্থাপন করবেন অথবা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট দল করে তাদের মধ্যে গল্পের বই বিতরণ করে পড়তে দিতে পারেন। যদি দলের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর গল্প পড়তে ও বুঝতে অসুবিধা হয় তবে সেই দলের দলনেতা গল্পটি পড়ে শোনাবে ও বুঝিয়ে দিবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা গল্প থেকে কি শিখেছে তা শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা যেমনি আনন্দ পাবে তেমনি নতুন শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার শিখবে। সর্বোপরি এ থেকে শিক্ষার্থীরা নীতি কথা শিখবে ও তা অনুসরনের দিক নির্দেশনা পাবে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগী মনোভাব তৈরি হবে।

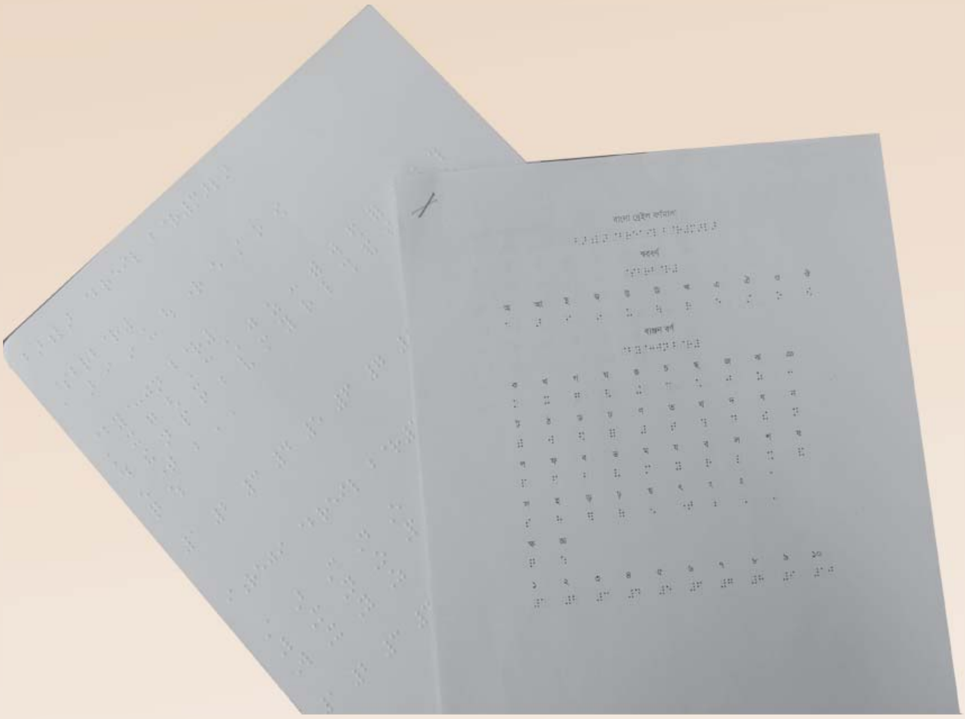

উপকরণের নাম: ব্রেইল বর্ণমালা চার্ট

ব্যবহারের লক্ষ্য: ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- ব্রেইল বর্ণমালা সম্পর্কে ধারণা পাবে;
- স্পর্শানুভূতি বাড়বে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীরা ব্রেইল বর্ণমালাগুলো সনাক্ত করতে পারবে ।
- ব্রেইল বর্ণমালা দিয়ে শব্দ গঠণ করতে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

ব্রেইল বর্ণমালা চার্টের একটি পাতায় বাংলা স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জণবর্ণ, গাণিতিক সংখ্যা, ইংরেজি বর্ণমালা, ইংরেজী সংখ্যা দেয়া রয়েছে । কম্পিউটারে কম্পোজকৃত একটি নির্দেশিকা এর সাথে দেয়া হয়েছে যেন শিক্ষকগণ নিজেরা সহজে ব্রেইল বর্ণমালাগুলো বুঝতে ও শিখতে পারেন এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে শেখাতে পারেন । নির্দেশিকা অনুসরণ করে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বোর্ডে ব্রেইল বর্ণমালাগুলো লিখে দিতে পারেন । এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ব্রেইল বর্ণমালা সম্পর্কে ধারণা পাবে ও তার সহপাঠী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে ব্রেইল বর্ণমালা শিখতে সহায়তা করতে পারবে ।

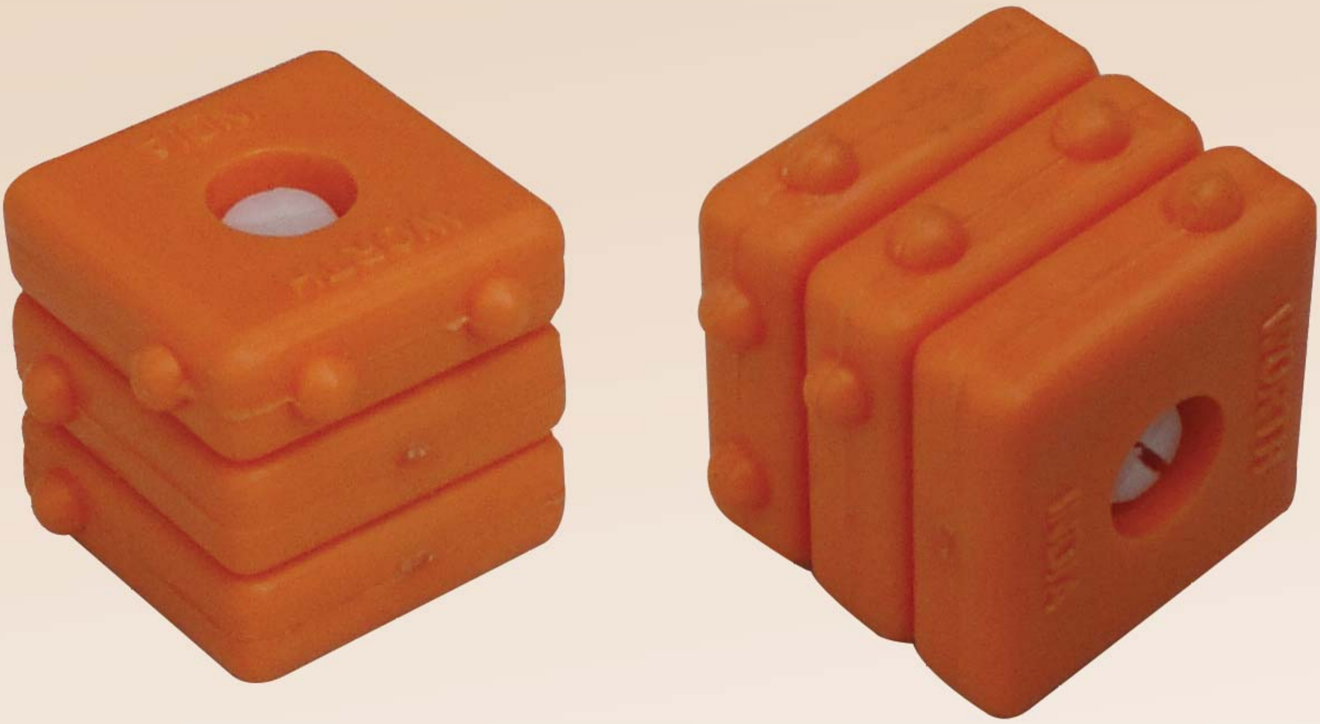

উপকরণের নাম: ব্রেইল লেটার কিউব

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- সূক্ষ্ম ও স্থুল পেশীর সমন্বয় সাধন;
- চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধন;
- স্পর্শানুভূতি বৃদ্ধি পাবে;
- সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- বর্ণমালাগুলো চিনতে পারবে;
- বর্ণমালাগুলো ধারাবাহিকভাবে ও নির্দেশনা অনুসরন করে সাজাতে পারবে;
- শব্দ গঠন করতে পারবে ।

ব্যবহারবিধি: দৃষ্টি

প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকে প্রাক ব্রেইল ধারণা দিতে ব্রেইল লেটার কিউব এর ব্যবহার করা হয় । এটি থেকে শিক্ষার্থীরা ব্রেইল ছয় ডটের ধারণা পাবে । ছয় ডটের বর্ণমালা একটি অপরটির সাথে মিলিয়ে শব্দগঠন করতে পারে । এই লেটার কিউব ব্যবহার করে বর্ণমালা ও শব্দ গঠনের খেলা প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে ।

উপকরণের নাম: এ্যাবাকাস

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বকাশ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- সূক্ষ্ম ও স্থুল পেশীর সমন্বয় সাধন;
- চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধন;
- গণণা করতে পারবে;
- রঙ সম্পর্কে ধারণা পাবে;
- স্পর্শ অনুভূতি বাড়বে;
- নির্দেশনা অনুসরণ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সকল শিশুরা সহজ ভাবে গণনা করতে পারবে;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সকল শিশুরা সহজভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে পারবে।

ব্যবহারবিধি:

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীদেরকে এ্যাবাকাস ব্যবহার করে সংখ্যার ধারণা, সংখ্যা গণনা, গণিতের ধারণা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির ধারণা প্রদান করা সহজ হয়।

উপকরণের নাম: জিওম্যাট্রি সেট

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- জ্যামিতিক আকার, আকৃতি সম্পর্কে ধারণা হবে;
- সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশীর সমন্বয় সাধন;
- চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধন;
- অংকনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে;
- স্পর্শানুভূতি বৃদ্ধি পাবে;
- নির্দেশনা অণুসরন করতে পারবে;
- যুক্তি শক্তির বিকাশ হবে;
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সকল শিশুরা সহজভাবে জ্যামিতি অংকন করতে পারবে;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সকল শিশুরা সহজভাবে জ্যামিতির কোন বিষয়কে যৌক্তিকভাবে ব্যাখা করতে পারবে।

ব্যবহারবিধি:

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীদেরকে সহজেই জ্যামিতিক আকার-আকৃতির ধারণা প্রদান করা যায়।

উপকরণের নাম: টেইলর ফ্রেম ও ডাইস

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশীর সমন্বয় সাধন;
- চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধন;
- গণনা করতে পারবে;
- যুক্তি শক্তির বিকাশ হবে;
- স্পর্শানুভূতি বৃদ্ধি পাবে;
- নির্দেশনা অনুসরন করতে পারবে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা সহজভাবে গণনা করতে পারবে ।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সকল শিশুরা সহজভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীদেরকে টেইলর ফ্রেম ও ডাইস ব্যবহার করে সংখ্যার ধারণা, সংখ্যা গণনা, গণিতের ধারণা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির ধারণা প্রদান করা সহজ হয় ।

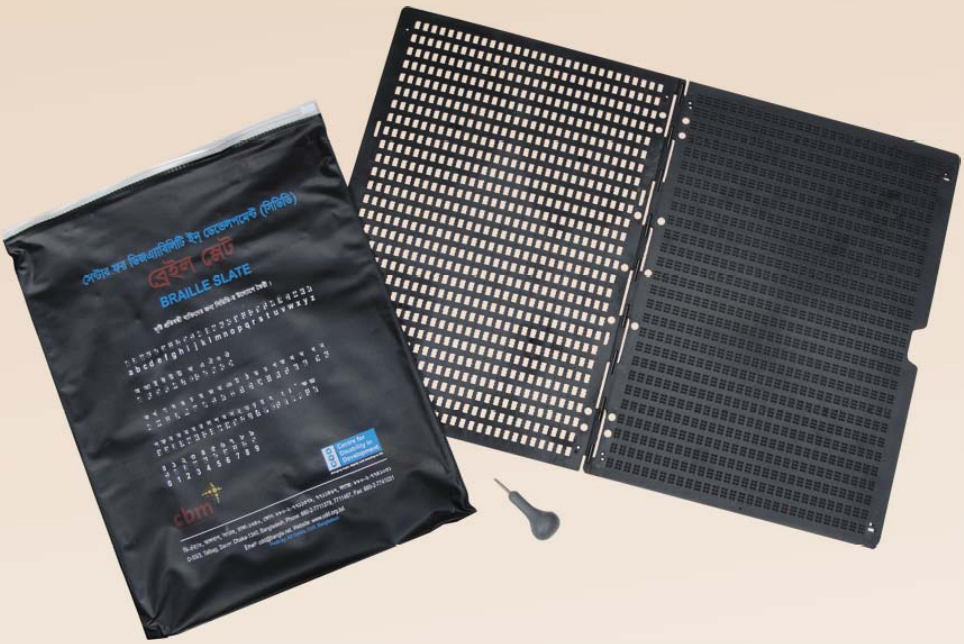
সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)
ব্রেইল স্লেট
BRAILLE SLATE
Centre for Disability in Development

উপকরণের নাম: ব্রেইল স্লেট ও স্টাইলাস

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশীর সমন্বয় সাধন;
- চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধন;
- স্পর্শ অনুভূতি বাড়বে;
- লেখার দক্ষতা অর্জন করবে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে ব্রেইল স্লেট ও স্টাইলাস দিয়ে ব্রেইল পদ্ধতিতে লিখতে শেখার ক্ষেত্রে সহায়তা করে ।

উপকরণের নাম: রিডিং স্ট্যান্ড

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বই কাছে রেখে পড়তে সহায়তা করে;
- শ্রেণীকক্ষের আলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়;
- এক্ষেত্রে ঘাড় সোজা রেখে পড়তে পারে বিধায় দীর্ঘ সময় পড়তে পারে । ক্লান্তি আসে না;
- ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে রিডিং ষ্ট্যান্ড সুবিধা প্রদান করে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা ঘাড় সোজা রেখে সহজভাবে পড়তে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

রিডিং ষ্ট্যান্ড এর মাধ্যমে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী দূরত্বে পাঠ্যবই রেখে সহজেই পাঠ গ্রহণ করতে পারবে । এতে শিক্ষার্থীর ঘাড়ে ব্যাথা হবে না এবং অস্বস্তিবোধ কমবে ।

উপকরণের নাম: হ্যান্ড হেল্ড ম্যাগনিফায়ার

ব্যবহারের লক্ষ্য: বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ছোট জিনিস বড় করে দেখতে সহায়তা করে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সহজেই পড়তে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পাঠটি হ্যান্ড হেল ম্যাগনিফায়ার ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতিতে দেখে পড়তে সহায়তা করা সম্ভব ।

উপকরণের নাম: রিডিং গাইড বা টাইপোস্কোপ

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পড়ার লাইনে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রাখতে সহায়তা করে;
- পড়ার সময় ধারাবাহিকভাবে নির্দিষ্ট লাইন অনুসরন করা সহজতর হয়;
- সাদা অক্ষরের উপর কালো রঙের রিডিং গাইড অক্ষরের উজ্জলতা বৃদ্ধি করে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে লাইন অনুসরনের মাধ্যমে পড়তে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

এটি ব্যবহার করে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পাঠের নির্ধারিত লাইনটি সহজেই লাইন সোজা রেখে পড়তে পারবে ।

উপকরণের নাম: রাইটিং গাইড

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- লেখার সময় লাইন সোজা রাখতে সহায়তা করে;
- সাদা অক্ষরের উপর কালো রঙের রাইটিং গাইড অক্ষরের উজ্জলতা বৃদ্ধি করে;
- হাত ও চোখের সমন্বয় ঠিক রেখে সঠিকভাবে লিখতে পারে;
- একই লাইনের উপর অন্য লাইন উঠবে না বা এলোমেলো হবে না;
- অক্ষর ছোট-বড় হবে না;
- আস্থা ও মনোযোগ সহকারে লিখতে পারবে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে লাইন সোজা রেখে লিখতে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

রাইটিং গাইড ব্যবহার করে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা খাতার উপর রাইটিং গাইড রেখে খুব সহজেই লাইন সোজা রেখে লিখতে পারবে ।

English Letters and Numbers in Sign
Centre for Disability in Development (CDD)
ইশারায় ইংরেজী বর্ণমালা ও সংখ্যা
ইশারায় বাংলা বর্ণমালা ও সংখ্যা

উপকরণের নাম: ইশারা ভাষার বর্ণমালার চার্ট

ব্যবহারের লক্ষ্য: ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- শ্রবণ প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বর্ণমালার ইশারা শিখে প্রয়োজন অনুযায়ী একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে ইশারা ভাষায় যোগাযোগ করতে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

শিক্ষক ইশারা ভাষার বর্ণমালার চার্ট শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শনের মাধ্যমে বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে ইশারায় বাংলা ও ইংরেজী বর্ণমালা শিখতে সহায়তা করতে পারে ।

ইশারা ভাষায় যোগাযোগ
Centre for Disability in Development

উপকরণের নাম: ইশারা ভাষার পকেট বই

ব্যবহারের লক্ষ্য: সহজ যোগাযোগ স্থাপন।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- এই বই অনুসরণে বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগ করতে সুবিধা হবে।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- ইশারা ভায়ার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে শিখবে।

ব্যবহারবিধি:

ইশারা ভাষার পকেট বইটি মূলত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ব্যবহার করবেন। শিক্ষকগণ বইটি অনুসরণ করে ইশারা শিখে বিদ্যালয়ের বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রয়োজনে কাসের সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকেও ইশারা ভাষা শেখাবেন। এতে করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তার সহপাঠী বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সাথে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবে ও কোন পাঠ বুঝিয়ে দিতে সহায়তা করতে পারবে এবং সকলের মধ্যে ইশারা ভাষা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হবে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের
সহায়ক উপকরণ
(সিডিডি)

উপকরণের নাম: শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারের সহায়ক বই

ব্যবহারের লক্ষ্য: শ্রবণ সহায়ক উপকরণ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরন।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- এই বই অনুসরনে বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে শিক্ষকদের সুবিধা হবে।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা সহজভাবে শ্রবণ যন্ত্রের ব্যবহার ও তার সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে শিখবে।

ব্যবহারবিধি:

শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারের সহায়ক বইটি মূলত শিক্ষকগণ ব্যবহার করবেন। এই বইটি পাঠ করলে শিক্ষকগণ বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও তার পিতামাতাকে শ্রবণযন্ত্রের উপকারিতা, ব্যবহারবিধি, রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারেন এবং শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীকে শ্রবণযন্ত্র ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন।

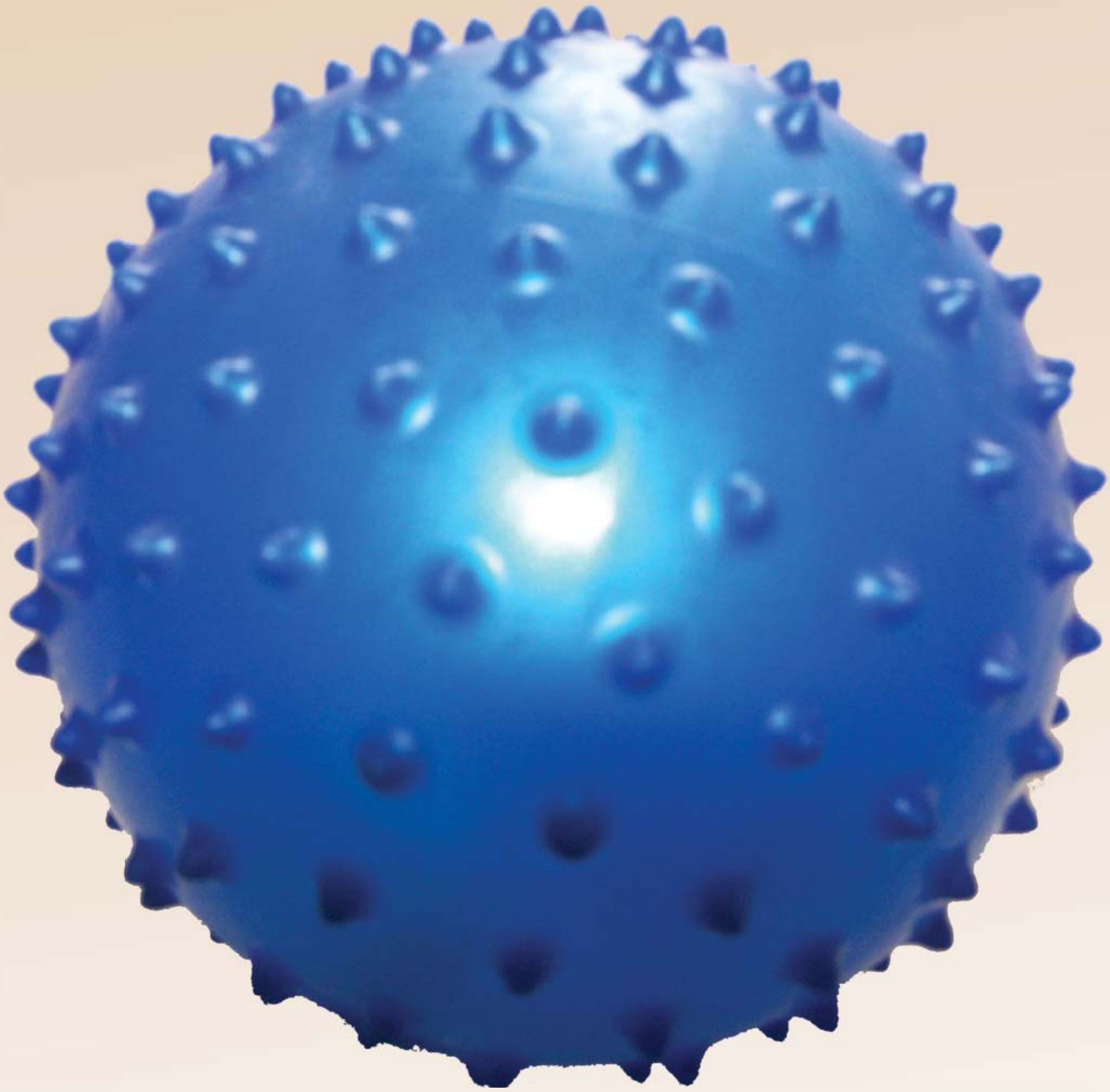

উপকরণের নাম: পিনবল (থেরাপির খেলনা)

ব্যবহারের লক্ষ্য: ইন্দ্রিয়গত উদ্দিপনা, শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- স্পিচ থেরাপি;
- মেসেজ;
- যা প্রত্যঙ্গের কর্ম ক্ষমতা বাড়াবে;
- পেশীর কাঠিন্যতা কমবে ও তা নমনীয় হবে;
- স্পর্শানুভূতি বৃদ্ধি পাবে;
- শরীরের অতিরিক্ত reflex কমবে;
- শারীরিক নড়াচড়া বাড়বে;
- শরীর নিয়ন্ত্রেণের দক্ষতা অর্জন;
- হাত ও চোখের সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে;
- সূক্ষ্ম ও স্থুল পেশীর সমন্বয়;
- আদান প্রদানের দক্ষতা;
- দলীয়ভাবে খেলার দক্ষতা অর্জন করবে।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারবে;
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঠিক ব্যবহার করতে পারবে;
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নড়াচড়ায় নিয়ন্ত্রন করতে পারবে;
- স্পর্শানুভূতির মাধ্যমে ব্যক্তি ও বস্তু সনাক্ত করতে পারবে।

ব্যবহারবিধি:

এটি একটি থেরাপির খেলনা। শিক্ষকগণ এই খেলনা ব্যবহার করে সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত শিক্ষার্থী যাদের হাতে/পায়ে সমস্যা রয়েছে তাদেরকে খেলতে দিতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে অন্যান্য শিশুরাও এই বল দিয়ে খেলতে পারবে।

POLICE
BLAZE
POLICE
KT

উপকরণের নাম: খেলনা গাড়ি

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- হাত ও চোখের সমন্বয়;
- সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশীর সমন্বয় সাধন;
- চলন্ত বস্তু অনুসরনের দক্ষতা;
- আদান প্রদানের দক্ষতা;
- নির্দেশনা অনুসরণ;
- সৃজনশীল খেলার দক্ষতা;
- কল্পনাশক্তির বিকাশ;
- ঘূর্ণায়মান বস্তু সম্পর্কে ধারণা;
- গাড়ি সম্পর্কে ধারণা লাভ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- গাড়ি দিয়ে কাল্পনিক খেলা বা কাল্পনিক ঘটনা প্রবাহের কোন খেলা খেলতে পারবে;
- কাগজ, মাটি, কাঠি দিয়ে গাড়ি বানাতে পারবে ও তা সুতা দিয়ে টেনে খেলতে পারবে।

ব্যবহারবিধি:

শিক্ষক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীকেই খেলনা গাড়ি দিতে পারেন খেলার জন্য। তবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যে শ্রেণীকক্ষে বেশিক্ষণ বসে থাকতে চায় না, পড়তে চায় না তাকে ধরে রাখতে বা তার অসংলগ্ন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাকে গাড়ি দিয়ে খেলতে দিতে পারেন।

উপকরণের নাম: পুতুল

ব্যবহারের লক্ষ্য: বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জানবে;
- সামাজিকতা শিখবে;
- কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন;
- সৃজনশীল খেলার দক্ষতা;
- পরিবারের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের চর্চা করতে শিখবে;
- দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ তৈরি হবে ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- পুতুল দিয়ে কাল্পনিক খেলা বা কাল্পনিক ঘটনা প্রবাহের কোন খেলা খেলতে পারবে;
- শরীরের কোন অঙ্গ-প্রতঙ্গের কাজ বর্ণনা করতে পারবে;
- অনুকরন করে কোন কাজ করতে পারবে;
- কোন কাজ দায়িত্বের সাথে সমাপ্ত করতে পারবে ।

ব্যবহারবিধি:

শিক্ষক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীকেই পুতুল দিতে পারেন খেলার জন্য । তবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যে শ্রেণীকক্ষে বেশিক্ষণ বসে থাকতে চায় না, পড়তে চায় না তাকে ধরে রাখতে বা তার অসংলগ্ন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাকে পুতুল দিয়ে খেলতে দিতে পারেন ।

উপকরণের নাম: ঝুনঝুনি

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- শব্দের উৎস সম্পর্কে ধারণা পাবে ও তা অনুসরণ করতে শিখবে;
- শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হবে;
- শিশুকে মনোযোগী করতে সাহায্য করবে;
- উদ্দীপনা বাড়াবে।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- শব্দের উৎস সনাক্ত করতে পারবে;
- শব্দের দিক সনাক্ত করতে পারবে।

ব্যবহারবিধি:

শিক্ষক সহপাঠক্রমিক ক্লাসে কোন খেলার শুরু ও শেষে ঝুনঝুনি ব্যবহার করতে পারেন। ঝুনঝুনি বাজানোর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলার আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করার ক্ষেত্রে কোন কিছু লিখতে দেয়ার সময় শুরু বা শেষে ঝুনঝুনি বাজিয়ে তা করতে পারেন। এতে প্রতিবন্ধী শিশুদের পাঠে মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগী মনোভাব তৈরি হবে।

উপকরণের নামঃ বাঁশি

ব্যবহারের লক্ষ্যঃ বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্যঃ

- স্পিচ থেরাপি;
- ম্যাসাজ;
- বাক্ যন্ত্রের কর্ম ক্ষমতা বাড়বে;
- লালা নিয়ন্ত্রণ হবে;
- চর্বন দক্ষতা বাড়বে;
- কথা বলার দক্ষতার বিকাশ হবে;
- স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের দক্ষতা অর্জন করবে;
- শব্দ সম্পর্কে ধারণা পাবে;
- ছন্দ সম্পর্কে ধারণা পাবে;
- শোনার দক্ষতা বাড়বে;
- উদ্দীপনা বাড়বে;
- সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশীর সমন্বয় সাধন;
- সমন্বয় দক্ষতা বাড়বে;
- শব্দের উৎস অনুসরণ ও ধারণা ।

অর্জন উপযোগী দক্ষতাঃ

- স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারবে;
- বাক্ যন্ত্রের (ঠোঁট, জিহবা, দাঁত, অগ্রতালু, পশ্চাৎ তালু, দাঁতের মাড়ি, আল জিহ্বা, কণ্ঠনালী) সঠিক ব্যবহার করতে পারবে;
- কোন গান বা ছড়ার ছন্দ ও সুর তুলতে পারবে;
- শব্দ অনুসরন করে প্রতিক্রিয়া করতে পারবে ।

ব্যবহারবিধিঃ

বাক্ প্রতিবন্ধী শিশুদের বাক্‌যন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাঁশিতে ফু দেওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। যেসব শিক্ষার্থীর মুখ থেকে লালা গড়ায় তাদের মুখের লালা নিয়ন্ত্রণ করতেও বাঁশিতে ফু দেওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে বিনোদনের কাজে বাঁশি ব্যবহার করতে পারে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী করার ক্ষেত্রেও শিক্ষক বাঁশি ব্যবহার করতে পারেন। এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগী মনোভাব তৈরি হবে।

উপকরণের নাম: বিভিন্ন ফলের মডেল

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- বিভিন্ন প্রাণী ও ফল সম্পর্কে ধারণা পাবে;
- সৃজনশীল খেলার দক্ষতা বাড়বে;
- গল্প বলার দক্ষতা।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- বিভিন্ন প্রাণী চিনতে ও নাম বলতে পারবে;
- বিভিন্ন ধরনের ফল দেখে চিনতে ও নাম বলতে পারবে;
- ফল ও প্রাণীর মডেল দিয়ে কাল্পনিক খেলা বা কাল্পনিক ঘটনা প্রবাহের কোন খেলা খেলতে পারবে।

ব্যবহারবিধি:

পাঁচ ধরনের প্লাস্টিকের ফল (আম, কলা, আপেল, কমলা, কামরাঙা) মডেল হিসাবে বাক্সে দেয়া আছে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে এই ফলগুলো বিভিন্ন বিষয় পাঠদানের সময় উপস্থাপন করতে পারেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা স্পর্শের মাধ্যমে বিভিন্ন ফলের আকৃতি সম্পর্কে জানবে। সহপাঠক্রমিক ক্লাসে সকল শিক্ষার্থীরা প্লাস্টিকের ফলসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন কাল্পনিক অভিনয় করে দেখাতে পারে।

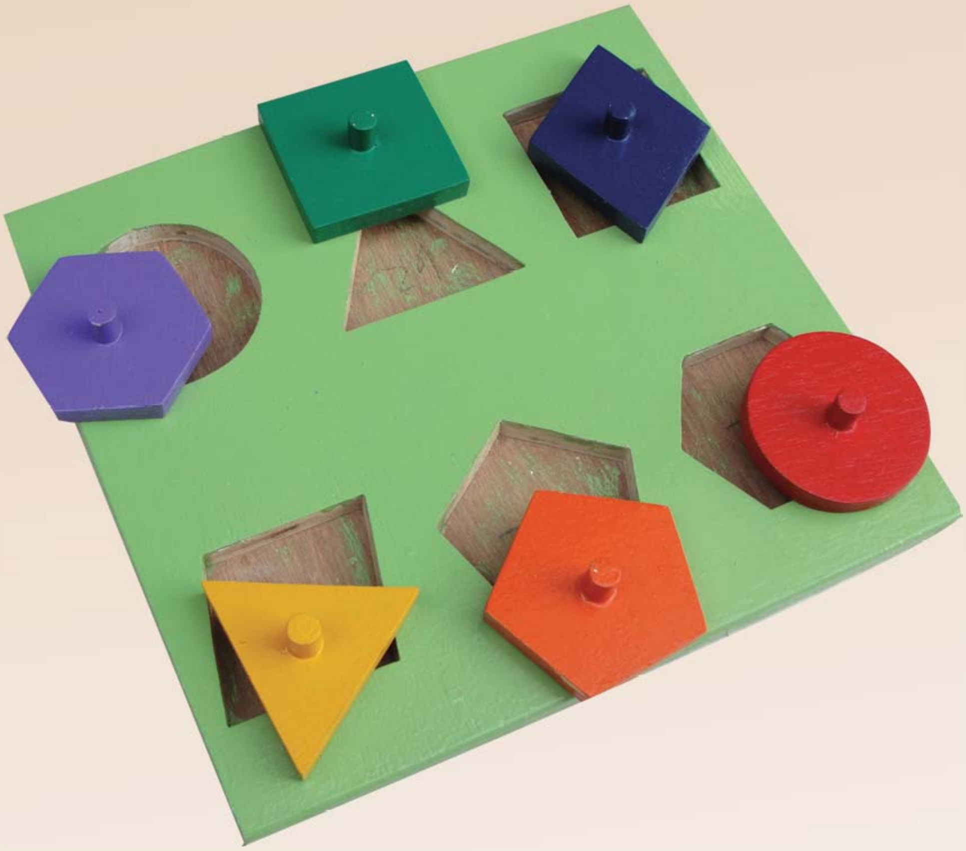

উপকরণের নাম: বিভিন্ন আকৃতির নব পাজল

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- বুদ্ধিমত্তার বিকাশ;
- আকৃতি সম্পর্কে ধারনা পাবে;
- চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধন;
- সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশীর সমন্বয় সাধন;
- আকৃতি ম্যাচিং বা মিলানো;
- স্পর্শ অনুভূতি বাড়বে;
- সৃজনশীলতা বাড়বে;
- ধরার দক্ষতা বাড়বে।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- বড় ও ছোট আকৃতির মধ্যে পৃথকীকরণ করতে পারবে;
- কল্পনাশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর কাঠামো তৈরি করতে পারবে।

ব্যবহারবিধি:

এতে একটি কাঠের বোর্ডে ছয়টি আকৃতির ছয়টি কাঠের টুকরো রয়েছে। ছয়টি কাঠের টুকরোই ছয় রঙ বিশিষ্ট এবং প্রত্যেক আকৃতির কাঠের টুকরোর সাথে লাগানো রয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সহজেই বোর্ড থেকে কাঠের টুকরোগুলো তুলতে ও লাগাতে পারে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে এই পাজল ব্যবহার করা যায়। শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চোখ ও হাতের সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য এই উপকরণটি ব্যবহার করা যায়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা স্পর্শের মাধ্যমে ছয়টি আকৃতির সম্পর্কে ধারণা পায়। ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সহজেই ছয়টি আকৃতি বুঝতে পারে, রঙের বৈচিত্র্য থাকার কারণে বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার্থীরা সহজেই পাজল (নব) ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন রঙ ও আকৃতির ধারণা পায়।

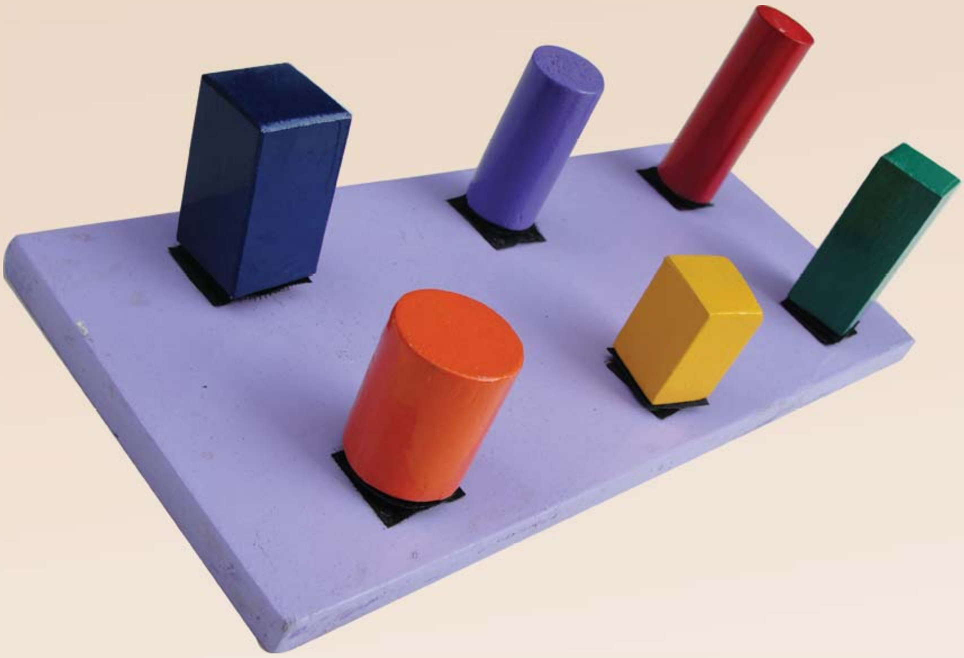

উপকরণের নাম: ভেলক্রো স্ট্যান্ড

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

- বুদ্ধিমত্তার বিকাশ;
- বড়, ছোট, মোটা, চিকন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাবে;
- রঙের ধারণা পাবে;
- চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধন;
- সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশীর সমন্বয় সাধন;
- স্পর্শ অনুভূতি বাড়বে;
- সৃজনশীলতা বাড়বে;
- ধরার দক্ষতা বাড়বে।

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

- বিভিন্ন রং আলাদা করতে পারবে।

ব্যবহারবিধি:

শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চোখ ও হাতের সমন্বয়ে, হাতের পেশির নিয়ন্ত্রণ আনতে ভেলক্রো ষ্ট্যান্ড ব্যবহার করা সুবিধাজনক। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষে মনোযোগ আনা, রঙ চেনানো, মোটা, চিকন, বড়, ছোট প্রভৃতি ধারণা দিতে এর ব্যবহারযোগ্যতা বেশি। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ভেলক্রো ষ্ট্যান্ড স্পর্শের মাধ্যমে মোটা, চিকন, ছোট, বড় প্রভৃতি ধারণা পাবে। ভেলক্রো ষ্ট্যান্ডে রঙের বৈচিত্র্য থাকায় সহজেই ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা হাত দিয়ে স্পর্শ করে ও দেখে উল্লেখিত ধারণাগুলো পাবে। অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ভেলক্রো ষ্ট্যান্ড ব্যবহারে বিভিন্ন রঙ এবং মোটা, চিকন, ছোট ও বড় এর ধারণা পাবে।

উপকরণের নাম: রাউন্ড স্টিক

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

-

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

-

ব্যবহারবিধি:

শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চোখ ও হাতের সমন্বয়ে, হাতের পেশির নিয়ন্ত্রণ আনতে রাউন্ড স্টিক ব্যবহার করা সুবিধাজনক। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে মনোযোগ আনা, রঙের ধারণা দেয়া, ছোট, বড় ধারাবাহিকভাবে সাজানো, একই আকৃতি মেলানোর ধারণা প্রদান করা সুবিধাজনক। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাও স্পর্শের মাধ্যমে বিভিন্ন আকৃতির ধারণা পাবে। একই আকৃতির কাঠের টুকরোগুলো একত্রিত করতে পারে ও কাঠের টুকরোগুলো যথাস্থানে ধারাবাহিকভাবে সাজাতে পারবে। এই কাজগুলো ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও দেখে ও স্পর্শ করে করতে পারবে রঙের বৈচিত্র্য থাকার কারণে। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাও রাউন্ড স্টিক ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন রঙ চিনতে, বিভিন্ন আকৃতির ধারণা, একই আকৃতি মেলাতে ও ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজাতে পারবে।

উপকরণের নাম: পিকচার পাজল বোর্ড (জাতীয় প্রতিকসমূহ)

ব্যবহারের লক্ষ্য: শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ।

ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

-

অর্জন উপযোগী দক্ষতা:

-

ব্যবহারবিধি:

এই বোর্ড ব্যবহারে সকল শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল, ফল, পাখি ও মাছ সম্পর্কে ধারণা পাবে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চোখ ও হাতের সমন্বয়ে এবং পেশীর নিয়ন্ত্রণ আনা সহজ হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা জাতীয় ফুল, ফল, পাখি ও মাছের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- এডুকেশন টুলকিটবক্সের গাইডলাইনটি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ব্যবহার করবেন।
- উপরোক্ত শিক্ষা উপকরণগুলো ছাড়াও একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সামঞ্জস্যপূর্ণ উপকরণ শিক্ষকগণ শিক্ষন শিখন কার্যক্রমে ব্যবহার করতে পারেন।

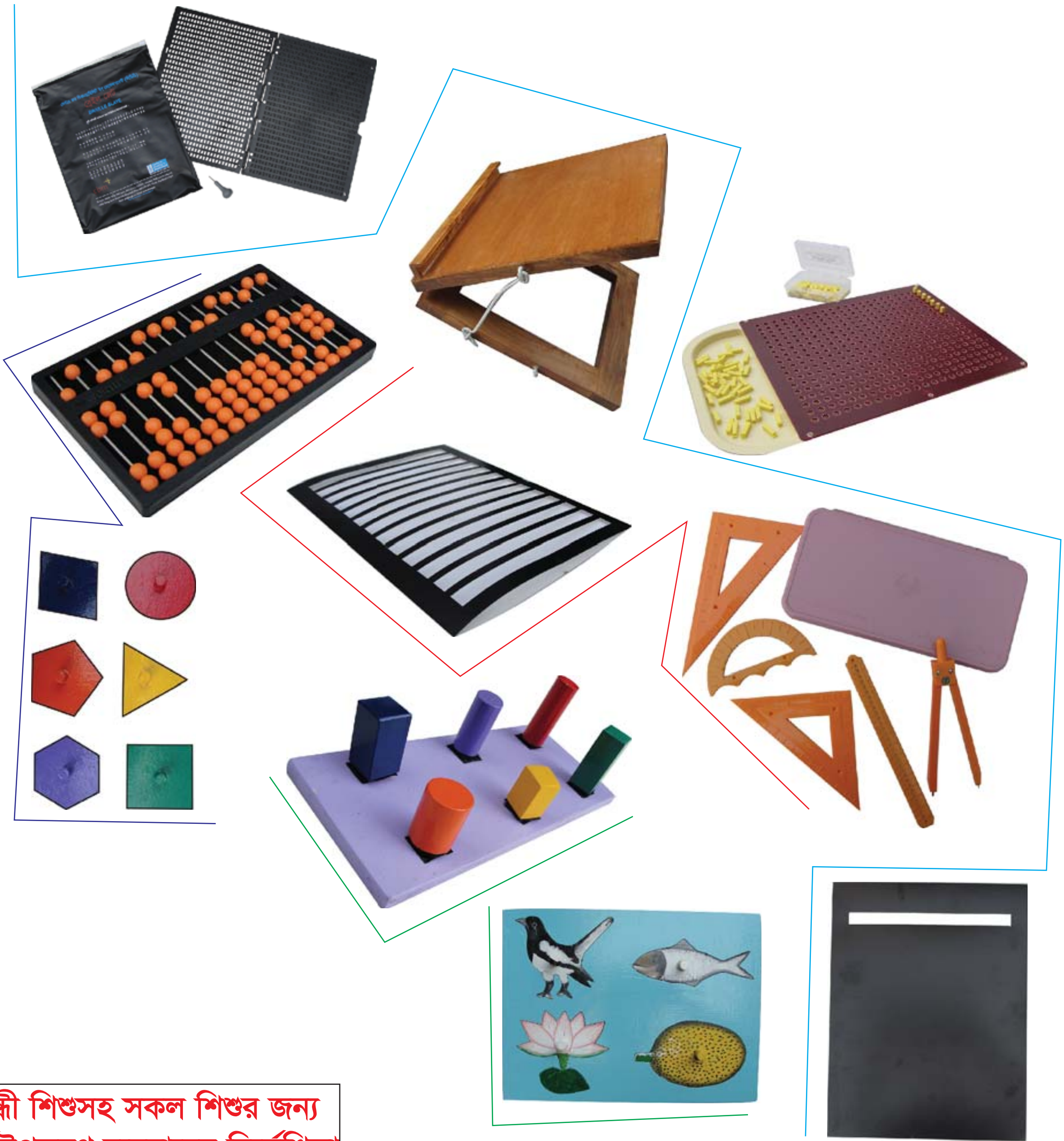

প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর জন্য
সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশিকা

বিকাশ

প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর জন্য সহায়ক উপকরণ

BEKAS
Basic Education Kit to Access in School

Centre for Disability in Development
Bringing hope, dignity and meaning to life

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)

This box is supplied to "Promoting Rights and Access to Inclusive Education for Children with Disabilities in Rajshahi Division" project.

DFID Department for International Development

Leonard Cheshire Disability